সংবাদ

তারিখ 11/9/85
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

শিক্ষকদের বিদেশে পাড়ি

বিদেশে চাকরি নিয়ে বহুসংখ্যক ইংরেজী শিক্ষক দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ায় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিরাট সংকট দেখা দিয়েছে। গত তিন বছরে ৯শ' ইংরেজী শিক্ষক চলে গেছেন লিবিয়া, আলজেরিয়া ও নাইজেরিয়াতে। আর দেশের ভেতরের কলেজগুলো এখন ফাঁকা। সরকারী কলেজগুলোর ৭৫টি ইংরেজী শিক্ষকের পদই এখন খালি পড়ে আছে। ৩৮৫টি বেসরকারী কলেজ ও মাদ্রাসায় ইংরেজী শিক্ষকের সব পদই এখন নাকি খালি। সংকটের কথা এর পরে আর ব্যাখ্যা করে বোঝানোর প্রয়োজন পড়ে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের এমনিতেই তো দারুণ দৈন্য রয়ে গেছে। তার ওপর শিক্ষকরা এভাবে দেশ ছেড়ে যাওয়াতে অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে?

স্কুল-কলেজগুলোতে ইংরেজী এখনো আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পড়ানো হয়। চাকরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে এখনো ইংরেজীকে বাচাইয়ের মানদণ্ড হিসেবে ধরা হয়। ইংরেজীর জন্য তাই একটা টান সাধারণভাবেই আছে। কিন্তু বিরাট আবার সে নাবটায়ই রয়ে গেছে বেশী করে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাগুলোতে পাইকারী হারে ফেলের পেছনে প্রধান কারণ ইংরেজীতে ফেল। আর পাস করেও অনেকের এ বিদ্যার যে দৌড় দেখা যায় তাতে তো তাজ্জব বনতে হয়। যে লোক লেখে 'মাই ফাদার ইজ এ ডগ' তার পাসে বা কি, ফেলেই বা কি। এ জন্য অবশ্য কোন একটি বিশেষ বিষয়কে দায়ী করা চলে না। ত্রুটি রয়েছে শিক্ষার পদ্ধতিতে, ঘাটতি আছে শিক্ষার আগ্রহে। এভাবে অবনতি হচ্ছে শিক্ষার মানের সাধারণভাবেই। যোগ্য শিক্ষক থাকলে যেটুকু ভরসা থাকে সেটুকুও এখন হারাতে হচ্ছে।

সরকারী কলেজেই ৭৫টি ইংরেজী শিক্ষকের পদ যেখানে খালি সেক্ষেত্রে চাকরির সমস্যার দোহাই চলে না। শিক্ষকদের এই বিদেশ যাত্রার পেছনে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের মনোবৃত্তিই বড় হয়ে কাজ করছে। সরকারী কলেজের নিরাপদ চাকরিও তাদের ধরে রাখতে পারছে না। সরকারী কলেজে চাকরিরত অনেক শিক্ষকই তো 'লিয়েন' নিয়ে 'বিদেশে চাকরিতে গেছেন। কোন বাধাই যদি না থাকে, দোষই বা কাকে দেয়া যাবে?

সরকারীভাবে নির্দেশ রয়েছে, কলেজগুলোতে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে নির্ধারিত মান বজায় রাখার। সমস্যা সেখানে আরো জটিল হয়ে আসছে। যে অসহায় ভাব 'সংবাদ'-এর চিঠিপত্র কলামে ময়মনসিংহের একটি কলেজের অধ্যক্ষের লেখা চিঠির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তা কি ব্যতিক্রমী কোন বিষয়? নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ইংরেজী শিক্ষকের অভাবের জন্য তিনি অন্তত: ইংরেজী ক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগবিধি শিথিল করার অনুরোধ জানিয়েছেন। অভাবের দরুন এ ভাবনা এসেছে। কিন্তু তাতে সমস্যা কমছে কি? এ ভাবে কতদিন আর চলবে?

দেশে লেখাপড়া শিখে দেশের কৃতী সন্তানরা বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন; তাদের সেবা লাভের সুযোগ থেকে দেশবাসী হচ্ছে বঞ্চিত। এ অবস্থা তো আর বেশী দিন চলতে পারে না। আর বিবেকের তাড়নায় সবাই যে সেবার মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হবে---এমনটাই বা ভাবা যায় কি করে? ঢালাওভাবে দেশ ছেড়ে যাওয়ার সুযোগ বহাল রেখে আক্ষেপ করা অর্থহীন। চিকিৎসক ও ইঞ্জিনীয়ারদের বিদেশ যাওয়ার ওপর কিছুটা বিধিনিষেধ রয়েছে; কিন্তু শিক্ষকদের ওপর তেমন কি রয়েছে?

সবক্ষেত্রেই অনুরূপ সমস্যা রয়েছে। কিছুদিন আগে উচ্চশিক্ষার নামে দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকার জন্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুসংখ্যক শিক্ষক সম্পর্কে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। অনুরূপ অন্যক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা হতে পারে সরকারই তা ভাল বুঝবেন। তবে সাধারণভাবে যাতে এ প্রবণতা কমে সে জন্য গোড়াতেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে আমরা বলবো। রাস্তা খোলা রেখে ঘটা করে বিদায় জানিয়ে আর যাই হোক মূল সমস্যার বিশেষ কোন হেরফের হবে বলে মনে হয় না।

029